দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 14 APR 2009
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

শ্রীমঙ্গলে ১০৩ গ্রামে কোন বিদ্যালয় নেই

শ্রীমঙ্গল (মৌলভীবাজার) থেকে এম সাইদুর রহমান

শ্রীমঙ্গল উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের উন্নয়ন হচ্ছে না। তাছাড়া চা বাগান অধ্যুষিত শ্রীমঙ্গলের চা বাগানে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় না থাকায় প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে চা শ্রমিক সন্তানরা।

সামগ্রিকভাবে শ্রীমঙ্গল উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম তথৈবচ। উপজেলার ২০৫টি গ্রামের মধ্যে ১০৩টি গ্রামেই প্রাথমিক বিদ্যালয় না থাকায় সরকার নির্দেশিত নিরক্ষরতা দূরীকরণ কার্যক্রম ব্যাহত। শ্রীমঙ্গল উপজেলা শিক্ষা অফিস সূত্রে পাওয়া তথ্যে জানা যায়, উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম ও চা বাগান মিলে ১০২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় ২৭ ও কমিউনিটি বিদ্যালয় ৯টিসহ মোট ১০২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক পদসংখ্যা ৪৬৩-এর মধ্যে শূন্য রয়েছে ৫৮টি। এর মধ্যে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে ২টি। যতরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও জাবুরাছড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নেই দীর্ঘদিন থেকে। বর্তমানে ৪০৫ জন শিক্ষক-শিক্ষিকার মধ্যে শিক্ষক রয়েছেন ১৫৭ এবং শিক্ষিকা ২৪৮ জন। এদিকে যতরপুর, ছাত্রাবট, শাসন, সুহিলপুর, পাচাউন, ধোবারহাটসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্কুলে শহর থেকে যাতায়াতের অসুবিধার কারণে এসব স্কুলে শিক্ষকরা যেতে চান না। সরকারী চাকরিবিধিতে যে স্থানে বদলী করা হয়, সেখানে যাওয়ার নির্দেশ থাকায় বাধ্যতামূলক যোগদান করলেও শহর থেকে ওই সমস্ত প্রত্যন্ত স্কুলে যথাসময়ে পৌঁছা সম্ভব হয় না। ফলে এসব স্কুলে পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে। উপজেলার ১০২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৭ হাজার ১৭৮ জন। এর মধ্যে সরকারী প্রাথমিক স্কুলে ২০ হাজার ৩৩৫ জন, রেজিস্টার্ড স্কুলে ৪ হাজার ৫২১ জন ও কমিউনিটি স্কুলে ২ হাজার ৩২২ জন। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অবহেলা, যথাসময়ে স্কুলে উপস্থিত না হওয়াসহ বিভিন্ন অভিযোগও রয়েছে। অনেক সময় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা স্কুলের পাঠদান বাদ দিয়ে বিভিন্ন সরকারী কাজে ব্যস্ত থাকায় লেখাপড়ায় বিঘ্ন ঘটে। অপরদিকে স্কুলের সময়সূচি সকাল ৮টা থেকে হওয়ায় শিশুরা না খেয়ে স্কুলে যেতে বাধ্য হয়। ফলে স্কুলে উপস্থিত হলেও লেখাপড়ায় মন বসাতে পারে না। উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষক সংকট ছাড়াও রয়েছে আসবাবপত্র সংকট। কোন কোন স্কুলের ছাত্রছাত্রীর বসার বেঞ্চের অভাবে ফ্লোরে লেখাপড়া করছে। অনেক স্কুলের দরজা-জানালা নেই। নেই শিক্ষকদের বসার কোন অফিস। স্কুলের প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি সংরক্ষণ করার জন্য নেই আলমিরা বা নিরাপত্তামূলক কোন ব্যবস্থা। ছাত্রীদের লেখাপড়ার পাশাপাশি বিনোদন প্রয়োজন থাকলেও অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খেলার মাঠ নেই। নেই খেলাধুলার সরঞ্জাম। সবচেয়ে বেশি সমস্যা বিশুদ্ধ খাবার পানির। সরকারী স্কুলে নলকূপ থাকলেও অতিরিক্ত আয়রনজনিত কারণে খাবার অনুপযোগী। তাছাড়া পানির লেয়ার নেমে যাওয়ায় অর্ধশতাধিক নলকূপ বিকল হলেও মেরামতের উদ্যোগ নেই। সরকারী স্কুল ছাড়া কমিউনিটি স্কুলের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। জরাজীর্ণ কমিউনিটি স্কুলে ছাত্রছাত্রী থাকলেও আসবাবপত্রসহ অভ্যন্তরীণ নানা সমস্যার কারণে লেখাপড়া বিঘ্ন হচ্ছে। এদিকে চায়ের রাজধানী হলেও শ্রীমঙ্গল উপজেলার চা বাগানগুলোতে শ্রমিক সন্তানদের প্রাথমিক শিক্ষার কোন পরিবেশ নেই। উপজেলায় অর্ধশতাধিক বড়-ছোট চা বাগানের মধ্যে মাত্র ২টি বাগানে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। অন্যান্য বাগানে কোম্পানী পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকলেও মানসম্মত লেখাপড়ার পরিবেশ নেই। এসব স্কুলে মাত্র একজন শিক্ষক দিয়ে পাঠদান করালেও সরকারী কোন সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায় না। তাছাড়া বাগানের স্কুলের শিক্ষক স্কুল ছুটির পর বাগানের গুদামে কাজ করেন। এক্ষেত্রে চা শ্রমিক সন্তান প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এনজিও পরিচালিত প্রায় ২৫ প্রাথমিক ও বয়স্ক বিদ্যালয় থাকলেও এসব স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর ন্যায় সরকারী যেমন পাচ্ছে না, তেমনি বৃত্তি পরীক্ষাসহ সরকারী অনুষ্ঠানমালায় অংশ নিতে পারছে না। উপজেলার মধ্যে ৭-৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ছাড়া বার্ষিক বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নিলেও ভাল ফলাফল করতে পারছে না।